হরিণাকুণ্ডে নার্সকে ইভটিজিংয়ের দায়ে দুই যুবকের কারাদণ্ড

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে বেসরকারি হাসপাতালের নার্সকে ইভটিজিংয়ের দায়ে দুই যুবককে এক মাস করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল শুক্রবার দুপুরে উপজেলার চরপাড়া বাজার এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে এই কারাদণ্ডের আদেশ দেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট। কারাদণ্ড প্রাপ্তরা হলো-উপজেলার টাকিয়ারপোতা গ্রামের জহির মন্ডলের ছেলে হজরত (২০) ও দুর্লভপুর গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে হালিম হোসেন (২৩)।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও ইউএনও সৈয়দা নাফিস সুলতানা জানান, দুপুরে উপজেলার চরপাড়া বাজার এলাকায় এক জন নার্সকে উত্ত্যক্ত করার সময় ওই দুই যুবককে এলাকাবাসী ধরে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের মাধ্যমে তাদেরকে অবহিত করেন। পরে সেখানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে প্রত্যেককে এক মাস করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়।

এ সময় এসিল্যান্ড রাজিয়া আক্তার চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদায় চাঞ্চল্যকর ধর্ষণের আসামি স্বাধীন আটক

দামুড়হুদার জয়রামপুরে নাবালিকা মেয়েকে ধর্ষণের চাঞ্চল্যকর ঘটনার অভিযোগে ধর্ষক স্বাধীন(২০) কে আটক করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ।

জানা যায়, গতকাল শুক্রবার বিকাল ৩টার দিকে জয়রামপুর মাঠপাড়ার নিজ

বাড়ি থেকে স্বাধীন কে আটক করে পুলিশ। অভিযুক্ত স্বাধীন জয়রামপুর মাঠ পাড়ার ডালুর ছেলে।

থানা সূত্রে জানা গেছে, গতকাল শুক্রবার জয়রামপুর গ্রামের হাজী পাড়ার আ: আলিমের স্ত্রী সালমা খাতুন বাদি হয়ে ৫ জনের নাম উল্লেখ করে একটি ধর্ষণের এজাহার দায়ের করেন।

অভিযুক্ত ৫ জন আসামির মধ্যে ১নং আসামি ধর্ষক স্বাধীনকে আটক করে পুলিশ। এজাহারের প্রেক্ষিতে দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি (তদন্ত) আব্দুল্লাহ আল মামুন, সেকেন্ড অফিসার এসআই বাকি বিল্লা সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে জয়রামপুর মাঠপাড়ায় অভিযান চালিয়ে ধর্ষক স্বাধীনকে আটক করে। বর্তমানে আটককৃত স্বাধীন থানা হাজতে আছে।

এসআই বাকি বিল্লা বলেন, ধর্ষণের এজাহারের প্রেক্ষিতে ১নং আসামি স্বাধীনকে আটক করা হয়েছে। বাদি-বিবাদী পক্ষ আপোষ মীমাংসার জন্য আজ শনিবার সকাল পর্যন্ত সময় নিয়েছে। আপোষ না হলে মামলা রজু করা হবে।

দর্শনায় ভালোবাসার বন্ধন এর সহায়তায় রীনা খাতুন পেলো মাথা গোজার ঠাঁই

অসহায় এক দরিদ্র পরিবারকে ঘর তৈরির জন্য দর্শনা ভালোবাসার বন্ধনের পক্ষ থেকে টিন প্রদান করা হয়েছে । গতকাল কুড়ুলগাছ ইউনিয়নের বুইচেতলা গ্রামের হাবিল উদ্দিনের স্ত্রী রীনা খাতুনকে ঘর নিমার্ণের জন্য ৪ বান টিন এবং ঘর তৈরির সকল ব্যবস্থা করে এ মানবিক গ্রুপটি।

ভালোবাসার বন্ধনের সাধারণ সম্পাদক মিয়া মোহাম্মদ নুর নবী সুমন জানান, রীনা খাতুনের বসবাসের কোন জমি ছিলো না। সে তার পরিবারকে নিয়ে একই গ্রামের নুর আমিনের জমিতে থাকতেন। সেখান থেকে নুর আমিন তার পরিবারকে তুলে দেয়। এরপর তার শাশুড়ীর একটুরা জমিতে ঠাঁই

পেলেও ঘর করার মত সামর্থ ছিলো না।

এ সময় ভালোবাসার বন্ধন তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ফলে রীনা খাতুন একটি মাথা গুজার ঠাঁই পেলো। সমাজের বৃত্তশালী ব্যক্তিরা যদি ভালোবাসার বন্ধনের মত করে এগিয়ে আসতো তাহলে সমাজের সকল দরিদ্র পরিবার গুলো খুঁজে পেতো তাদের আশ্রয়স্থল।

টিন দেওয়ার সময় ভালোবাসার বন্ধনের সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, সহ-সভাপতি শামীম হোসেন মিজি, সহ-সাধারণ সম্পাদক এস এ হাসান রঞ্জু, প্রচার সম্পাদক উজ্জল ভট্টাচার্য, সাংগঠনিক সম্পাদক আয়নাল হক, দপ্তর সম্পাদক আসহাবুল আলম, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক আরিফ হাসান, নিবার্হী সদস্য রাজু আহম্মেদ, লিপটন প্রমুখ।

ঝিনাইদহে বিসিক’র আয়োজনে মতবিনিময় সভা

গতকাল শুক্রবার বিকাল ৪ টায় ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে বিসিক শিল্প নগরী ঝিনাইদহের আয়োজনে বিসিক মালিক সমিতি, নাসিব, জেলা চেম্বার ও স্থানীয় উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ মোশতাক হাসান, অতিরিক্ত সচিব ও চেয়ারম্যান, বিসিক।

সভাপতিত্ব করেন সরোজ কুমার নাথ, জেলা প্রশাসক ঝিনাইদহ। এছাড়াও সভায় উপ¯◌িথত ছিলেন মোঃ আরিফুজ্জামান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সার্বিক, সেলিনা রহমান মিনা, উপ-ব্যবস্থাপক বিসিক ঝিনাইদহ, সফল উদ্যোক্তা ড. হারুনর রশীদ প্রতিষ্ঠাতা সৃজনী বাংলাদেশ পাশাপাশি স্থানীয় তরুণ উদ্যোক্তা সফিক রেহমান জুয়েল, সামির সাকির, বাপ্পি উপস্থিত থেকে গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করেন।

প্রধান অতিথি স্থানীয় উদ্যোক্তাদের জন্য বিসিক ঝিনাইদহের এরিয়ার মধ্যে নতুন করে আরো প্লট বরাদ্দের ব্যবস্থাসহ তরুণ উদ্যোক্তাদের লোনের ব্যবস্থা ও পণ্য বিপননের একটা মাল্টি শপিং কমপ্লেক্স বাস্তবায়ন করার প্রতিশ্রুতি দেন।

আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে উদ্যোক্তাদের সমন্বয়ে শিল্পোন্নত সোনার বাংলাদেশ হবে এই প্রত্যাশা করে সভাপতি মতবিনিময় সভার সমাপ্তি করেন।

কুষ্টিয়ায় শিল্পকলা একাডেমির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

আলোচনা সভা, কেক কাটা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কুষ্টিয়ায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার রাতে জেলা শিল্পকলা একাডেমির অস্থায়ী কার্যালয়ে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়।

এরপর আলোচনা সভা, কেক কাটা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ছিলেন জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক মোঃ আমিরুল ইসলাম।

এ সময় জেলা শিল্পকলা একাডেমির সহ-সভাপতি নজু, যুগ্ম-সম্পাদক শহীদুর রহমান রবি, শাহীন সরকার, জেলা শিল্পকলা একাডেমির কালচারাল অফিসার সুজন রহমান, প্রশিক্ষক টিপু সুলতান, কোহিনূর খানম, সুশান্ত কুমার বিশ্বাসসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভা শেষে সমবেত সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করে একাডেমির শিল্পীরা।

উল্লেখ্য, শিল্প সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ গড়ার রূপকল্প এবং জাতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টির উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রসারের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ছয়টি বিভাগ নিয়ে গঠিত।

ধরাছোঁয়ার বাইরে গডফাদার আক্তার

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের বুইচিতলা গ্রামের মমিনের ছেলে চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী আক্তার আবারো বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। জানা গেছে, আক্তার দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় নিজেকে বিভিন্ন প্রশাসনের সোর্স পরিচয়ে দাপিয়ে বেড়ায়।

তার বিরুদ্ধে উঠতে থাকে নানান অভিযোগ। তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠে এলাকার বিভিন্ন লোকজন বুইচিতলা গ্রামের জনপ্রতিনিধি আলি আহমেদকে জানতে চাইলে তিনি বলেন আকতার তো মাদকের গডফাদার সে এখনো রমরমা ব্যবসাকরছে।

কয়েক মাস পূর্বেও সে মাদকসহ বিজিবির হাতে ধরা পড়ে হাজত খেটে বাড়ি এসে আবারো বেপরোয়া হয়ে উঠেছে বলে জানা গেছে। আক্তারের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে বলে জানা গেছে।

আক্তারের অপকর্ম বন্ধে তার বিরুদ্ধে তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নিতে চুয়াডাঙ্গা ০৬ বিজিবি মহাপরিচালকের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছে এলাকাবাসীসহ সচেতন মহল।

গাংনীতে হেযবুত তওহীদের কর্মকাণ্ড বন্ধের দাবীতে প্রতিবাদ সভা

হেযবুত তওহীদ সংগঠনের কর্মকাণ্ড বন্ধের দাবীতে মেহেরপুরের গাংনীতে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বাদ আছর গাংনী উপজেলা শহরের দারুচ্ছালাম জামে মসজিদে এ প্রতিবাদ সভা

অনুষ্ঠিত হয়।

উলামা পরিষদ ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর মেহেরপুর জেলা শাখা যৌথভাবে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। সভায় সভাপতিত্ব করেন উলামা পরিষদের মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ মুফতি হাফিজুর রহমান। প্রধান মেহমান হিসেবে বক্তব্য রাখেন উলামা পরিষদের কুষ্টিয়া শাখার সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল হামিদ।

প্রধান আলোচক ছিলেন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর সহকারী মহাসচিব মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল কাদের। বিশেষ মেহমান হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা উলামা পরিষদের সভাপতি মুফতি মাওলানা মুহাম্মদ আবুল কালাম কাশেমী, চুয়াডাঙ্গা জেলা উলামা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মুফতি মোস্তফা কামাল কাশেমী।

এ সময় বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়ার বড় আইলচারা বালক-বালিকা মাদ্রাসার সিনিয়র মুহাদ্দিস মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ খান, চুয়াডাঙ্গা ইসলামী আকিদা সংরক্ষণ পরিষদের সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ তারিক মাহমুদ। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন গাংনী দারুচ্ছালাম জামে মসজিদের খতিব মাওলানা মুহাম্মদ রুহুল আমীন, মুফতি শফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

প্রতিবাদ সভাটি সঞ্চালনা করেন মাওলানা সাদেকুর রহমান। প্রতিবাদ সভায় বক্তারা বলেন হেজবুত তওহীদ একটি কুফরী সংগঠন। এ সংগঠনটি ইসলামের ক্ষতি করার জন্য কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের এ কার্যক্রম বন্ধ না করলে, আগামীতে কঠোর আন্দোলন করা হবে।

মারামারি মামলায় ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি খালেক কারাগারে

মারামারি মামলায় মোনাখালী ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আব্দুল খালেককে জেল হাজতে প্রেরণ করেছে আদালত। খালেক গত বৃহস্পতিবার মেহেরপুর ১ম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির হয়ে

জামিন আবেদন করলে আবেদন নামঞ্জুর করে জেল হাজতে প্রেরণের আদেশ দেন ম্যাজিস্ট্রেট তরিকুল ইসলাম।

আব্দুল খালেক মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামের দুর্লব মালিথার ছেলে। খালেক মোনাখালী ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্বে আছেন।

মামলার বিবরণে জানা যায়, গত জানুয়ারি মাসের ১ তারিখে মোনাখালি বাজার সংলগ্ন একটি দোকান ভাড়া নেওয়াকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মনিরুজ্জামান জুয়েল নামের এক ব্যক্তির সাথে মারামারির ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় আব্দুল খালেকসহ ৬ জনের বিরুদ্ধে জুয়েল বাদি হয়ে মুজিবনগর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর ১২। মামলার অন্য আসামিরা জামিনে মুক্ত থাকলেও খালেক এখন কারাগারে। বিষয়টি নিশ্চিত করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মুজিবনগর থানার এস আই বাবলু মিয়া।

আলমডাঙ্গায় রাস্তা নির্মাণে নিম্নমানের ইট ব্যবহারের অভিযোগ

আলমডাঙ্গার আঠারোখাদা গ্রামের সোলিং রাস্তা নির্মাণে নিম্নমানের ইট ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। এ রাস্তার পাশে নির্মিত গাইড ওয়াল ফেটে যাওয়ায় গ্রামবাসীর মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃস্টি হয়েছে। এদিকে নিম্নমানের ইট ব্যবহারের বিষয়ে তদন্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারের।

এলাকাবাসীর অভিযোগ আলমডাঙ্গা উপজেলার বাড়াদি ইউনিয়নের আঠারোখাদা গ্রামের মুচিপাড়ায় জেলা পরিষদের প্রায় তিন লাখ টাকার বিনিময়ে সোলিং রাস্তা নির্মাণ করা হচ্ছে। এ রাস্তা নির্মাণ কাজের ঠিকাদার কুমারি ইউনিয়নের মোজাম্মেল হক। বাড়াদি ইউনিয়নের এনায়েতপুর ও আঠারোখাদা গ্রামে ১ হাজার মিটার রাস্তায় প্রায় ৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয় জেলা পরিষদ।

এ রাস্তা নির্মাণে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মালিক মোজাম্মেল হক রাস্তা নির্মাণ করে। রাস্তায় ব্যবহার করা হয় নিম্নমানের ইট। সোলিং রাস্তা নির্মাণে ৩ ইঞ্চি বালির জায়গায় মাটি দিয়ে রাস্তা তৈরি করা হয়। নিম্নমানের এ রাস্তা তৈরির কারণে এলাকাবাসী বাঁধা প্রদান করলেও তাদের দম্ভক্তির কারণে পিছিয়ে যায় এলাকাবাসী।

এনায়েতপুর গ্রামের সবুজ, হামিদ, সুজন, তাইজেল জানান, গত ১ মাস পূর্বে এনায়েতপুর গ্রামের প্রায় ৪শ মিটার রাস্তার কাজ করে। রাস্তায় ব্যবহার করে নিম্নমানের ইট। নিম্নমানের ইটের ব্যবহারের জন্য ভেঙে যাচ্ছে রাস্তা। এ রাস্তায় এনায়েতপুর গ্রামের হাজার হাজার বিঘা জমির ধানের গাড়ি চলাচল করলে ইটে অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আঠারোখাদা গ্রামের আবুল কাশেম, রহমান, সঞ্জিত, সুজিত সুফিয়া, নাসিমা বেগম জানান, আমাদের গ্রামে প্রতিক্ষার পর রাস্তা নির্মাণ করা হয়। রাস্তায় ব্যবহার করা হয় নিম্নমানের ইট। এ রাস্তার দুপাশেই আছে গর্ত। গর্তের জায়গায় হাটু পর্যন্ত পানি জমে। গর্তের দু পাশের নির্মিত গাইড ওয়াল ফেটে গেছে। রাস্তায় গর্তের জায়গায় মাটি ভরাট করার কথা থাকলেও নাম মাত্র মাটি দিয়ে এ রাস্তা নির্মাণ করা হয়।

এ ঘটনায় জেলা পরিষদের মেম্বর জানান, আমরা সরাসরি রাস্তার কাজ দেখতে পারি না। রাস্তার কাজ গুলো দেখে ইঞ্জিনিয়ার। যদি কোন ধরণের দুর্নীতির আশ্রয় নেয় তাহলে তাকে বিল প্রদান করা হবে না।

জেলা পরিষদের ইঞ্জিনিয়ার বলেন, রাস্তার দুর্নীতি কখনো মেনে নেওয়া হবে না। যদি নিম্নমানের ইট ব্যবহার ও ওগাইড ওয়ালে ফাটল দেখা দেয় তাহলে তদন্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আলমডাঙ্গায় বাঁশ বাগান থেকে

পরিত্যাক্ত পিস্তল উদ্ধার

আলমডাঙ্গায় মাটি খুড়তেই বেড়িয়ে আসলো পিস্তল। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় জেহালা ইউনিয়নের কৃষ্ণপুর গ্রাম থেকে উদ্ধার করে পুলিশ।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের কৃষ্ণপুর গ্রামের সামসুদ্দিনের ছেলে নিয়ামত বিকালে বাঁশ বাগানের মধ্যে মাটি কাটছিলো। এ সময় দীর্ঘদিনের পরিত্যাক্ত পিস্তল উঠে আসে।

পিস্তল দেখে স্থানীয় লোকজন মুন্সিগঞ্জ ফাঁড়ি পুলিশের নিকট জানালে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ পিস্তলটি উদ্ধার করে।

পরে পিস্তলটি রাত ৮ টার দিকে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের হেফাজতে রাখা হয়।